শ্রীমঙ্গলকে নৈসর্গিক স্থান হিসেবে গড়তে চাই-চিফ হুইপ

সিলেট ব্যুরো ঃ আল্লাহ আমাকে জনগণের সেবা করার সুযোগ দান করেছেন। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত আমি মানুষের পাশে থেকে তাদের উন্নয়ন ও সেবা করতে বদ্ধপরিকর। আমি শ্রীমঙ্গলকে নৈসর্গিক স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে রোববার সকালে নিজ স্বেচ্ছাধীন তহবিল, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মসজিদ, মন্দির, ইসলাম বিষয়ক সংগঠন, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ক্রীড়াবিদ অবসর ভাতা ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঐচ্ছিক তহবিলের অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফয়েজ আহম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রণধীর কুমার দেব, ভাইস চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেন ফয়েজ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জয়শ্রী চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মোট ২ লাখ ৬২ হাজার টাকার চেক তুলে দেয়া হয়।

গোলাপগঞ্জের পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ভূয়া সাংবাদিক মাসুদ

সিলেট ব্যুরো ঃ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল গোলাপগঞ্জের সাংবাদিক পরিচয়ধারী মাসুদুর রহমান। গোলাপগঞ্জ উপজেলার একজন সাবেক সচিব এর ভূমি বিক্রি করতে গিয়ে প্রতারনার আশ্রয় গ্রহন করলে বড়লেখায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। গোলাপগঞ্জ থানায় তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থাকায় বড়লেখা পুলিশ তাকে গোলাপগঞ্জ মডেল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। আটক মাসুদের ভিজিটিং কার্ডে দৈনিক হেদয়াতুল ইত্তেফাকের নির্বাহী সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষি ও কৃষক সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্য সচিব, সিলেট বিভাগ জনস্বার্থ সংরক্ষণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব, দুর্নীতি মুক্তকরন বাংলাদেশ ফোরামের সদস্য, সোনার বাংলা ভূমিহীন সমাজ কল্যান সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাসহ বিভিন্ন সংগঠনের নাম রয়েছে। তার এসকল পরিচয় ব্যবহার করে গোলাপগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হয়রানীর অভিযোগ রয়েছে। আটক মাসুদ(৪৫) উপজেলার ফুলবাড়ী ইউনিয়নের কিছমত মাইজভাগ গ্রামের মৃত কলা মিয়ার পুত্র।

গোলাপগঞ্জ থানার পুলিশ জানায় সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে তিনি প্রায়ই বিভিন্ন অনৈতিক তদবিরের জন্য পুলিশকে বিব্রত করে থাকেন। গোলাপগঞ্জ থানার এস আই জালাল জানান তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রয়েছে ।

এছাড়া উপজেলার ভূমি অফিস সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীকে বদলীর হুমকি দিয়ে কাজ আদায়ের অপচেষ্টা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

বড়লেখার থানার পুলিশ তাকে আটক করলেও গোলাপগঞ্জ থানার নিয়মিত মামলায় থাকায় তাকে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

জকিগঞ্জে ইভটিজিং বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা সামাজিক ব্যাধি ইভ্‌টিজিংকে ঘৃণা করি-পুলিশ সুপার

সিলেট ব্যুরো ঃ সামাজিক ব্যাধি ইভটিজিংকে ঘৃণা করার মাধ্যমেই আমরা সুস্থ, সুন্দর শিক্ষার্থী বান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারব। গত সোমবার বেলা ১১টায় হাফছা মজুমদার মহিলা কলেজ ও জকিগঞ্জ পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ইভটিজিং প্রতিরোধ বিষয়ক মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিলেটের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন উপরোক্ত কথা গুলো বলেন।

কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি-জকিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শাব্বীর আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আরোও বলেন, আপনাদের ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুল কলেজে পাঠিয়েই শুধু আপনাদের দায়িত্ব শেষ নয়, তাদের খোঁজ খবর রাখতে হবে তারা নিয়মিত স্কুল কলেজে উপস্থিত হচ্ছে কি না, রাত্রে সকালে নিয়মিত পড়াশোনা করছে কি না। তিনি বলেন, অভিভাবকগণ সচেতন হলে ইভটিজিং প্রতিরোধে সহায়ক হবে। প্রশাসনের পাশাপাশি আপনাদেরকে ও ভূমিকা পালন করতে হবে। ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জকিগঞ্জ উপজেলার ৪ টি কলেজে অভিযোগ বক্স দেওয়া হয়েছে কোন বখাটে সমস্যা সৃষ্টি করলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। প্রধান অতিথি মিটিং হলে বৈদুতিক পাখা না দেখে কলেজে কয়েকটি বৈদুতিক পাখা ও কলেজে লাইব্রেরীতে কিছু বই তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে প্রদানের ঘোষনা দেন।

কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক খালেদ মহিউদ্দিন আজাদ এর প্রাণবন্ত পরিচালনায়, সভার শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত করেন প্রভাষক মোঃ মনসুর আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ নিয়াজুর রহমান। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান খাঁন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাসিক পরওয়ানা সম্পাদক মাওঃ হুছাম উদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী, উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান মুচ্ছাকিম হায়দর, জকিগঞ্জ পৌর মেয়র ইকবাল আহমদ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাজনা সুলতানা হক চৌধুরী, জকিগঞ্জ সার্কেল এ এস পি আব্দুল কাদির, উপজেলা দূর্ণীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি সাবেক প্রধান শিক্ষক মোঃ আকরাম আলী, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাজী খলিল উদ্দিন, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রেসক্লাব সভাপতি এম এ মালেক চৌধুরী, উপজেলা বিএনপি (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি সাংবাদিক বদরুল হক খসরু, উপজেলা সেচ্ছাসেবক লীগ আহবায়ক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল আহাদ, ইউপি চেয়ারম্যান নাছির উদ্দিন, ইউপি চেয়ারম্যান মোচ্ছাক আহমদ, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল বাইছ, জকিগঞ্জ সরকারী কলেজের প্রভাষক মোঃ আবু ইউসুফ, আওয়ামী লীগ নেতা এম এ জি বাবর, জকিগঞ্জ জামে মসজিদের খতিব মুফ্‌তি আবুল হাছান, প্রধান শিক্ষক মোঃ মাহতাব উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক মোঃ কুতুব উদ্দিন, প্রধান শিক্ষিকা ফখরুন্নেছা খানম, প্রধান শিক্ষক মোঃ আজির উদ্দিন, অভিভাবক সদস্য মোঃ খলিলুর রহমান।

ছাত্রীদের পক্ষে বক্তব্য রাখে, দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্রী সামিয়া আজির সুমি ও একাদশ শ্রেনীর ছাত্রী দিলারা মারিয়া প্রমূখ। সভা শেষে জকিগঞ্জ কানাইঘাট আসনের সংসদ সদস্য হাফছা মজুমদার মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব হাফিজ আহমদ মজুমদারের আশু রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন জি এম সি একাডেমির প্রধান শিক্ষক আব্দুল বাছিত খাঁন।

সুনামগঞ্জে মিছিলে গাড়ি ওঠানোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত শতাধিক

সিলেট ব্যুরো ঃ সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার জাউয়াবাজার ইভটিজিং বিরোধী মিছিলে কলেজ ছাত্রের ওপর গাড়ি ওঠানোকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে শতাধিক আহত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জাউয়াবাজারে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, সকালে জাউয়া কলেজের শিক্ষার্থীরা ইভটিজিংবিরোধী একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি জাউয়াবাজারে যাওয়ার সময় একটি ফোরস্টোক সিএনজি ধাক্কা দিয়ে মিছিলকারীদের আহত করে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি ও পরে সংঘর্ষ শুরু হয়। জাউয়া কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল গফ্‌ফার বলেন, বিষয়টি সামাজিকভাবে সমাধানের চেষ্টা চলছে। আহতদের স্থানীয় কৈতক স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ বিভিন্ন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

সময় যাচ্ছে মৃত্যুর প্রহর গুণে ।। নাক মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে রক্ত মেধাবী ছাত্র আমির আলীর জীবন প্রদীপ নিভু নিভু

সিলেট ব্যুরো ঃ মদন মোহন কলেজের মেধাবী ছাত্র আমির আলীর দুটো কিডনিই নষ্ট। অর্থের অভাবে ডায়ালাইসিস করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। প্রায় ১ বছর আগে আমিরের কিডনী রোগ ধরা পড়ে। তখন সে অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র ছিল। রোগাক্রান্ত অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে মেধাবী ছাত্র আমির ৩য় বর্ষে প্রথম বিভাগ পেয়েছিল। এর আগের প্রতিটি পরীক্ষায় ছিল তার প্রথম বিভাগ। আমির আলী বাবা একজন দিনমজুর। তার অর্থ না থাকলেও নিজের কিডনী, ছেলের জন্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়নি, আমির আলী এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচতে চাই। জানি না কি হবে সামনের দিন। আমির আলীর খাওয়া-দাওয়া অনেকটা বন্ধ। ঘুম নেই বহুরাত, চোখের জল শুকিয়ে গেছে। বেড়েছে হতাশা। অন্ধযার ঘরের এক কোনে মলিন বিছানার মধ্যেই আটকা পড়ে গেছে সমচ্ছ স্বপ্ন। সেই খবর এখন আর রাখে না অনেকেই। কলেজের সহপাঠীরাও ভুলে গেছে। হয়তোবা মনে রেখেছে কেউ কেউ। কিন্তু সে ভুলেনি। ভুলে যায়নি প্রিয় বন্ধুদের। শ্রেণী শিক্ষক, সহপাঠীদের কথা মনে হলে বুকে প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হয়। অভাবী সংসারের বড় ছেলে আমির। মাথার উপর অনেক দায়িত্ব। তাই জন্ম থেকেই অভাবের সঙ্গে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। এই যুদ্ধপথে কখনো বয়ে গেছে মেঘ কখনোবা বৃষ্টি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বাঁচার পথেও এখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই "অভাব"। কিন্তু অভাবের কাছে কিছুতেই হার মানতে চাইছে না আমির। সে বাঁচতে চায়, দেখতে চায় দুনিয়াদারী। সে অসুস্থ শরীর নিয়েও পরীক্ষা দিতে চায়, দুঃখিনী মায়ের মুখে ফুটাতে চায় হাসি। ফিরে পেতে চায় জীবনের সব আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ডাক্তাররা বলেছেন সব টাকা পাওয়া গেলে আমিরকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। আমিরের জীবন গল্প এমন করুন ছিল না। অন্যসব বন্ধুদের মত সেও খুব আড্ডাবাজ ছিল। মদন মোহন কলেজে তারও একটা রঙ্গিন সময় ছিল। ক্যানভাস জুড়ে ছিল হাঁসি। কিন্তু সহসা এক সন্ধ্যায় সব হাসি, সব আনন্দ্লান করে দেয় একটি দুঃসংবাদ। দিন মজুর বাবার ৫ সন্তানে সবার বড় আমিরের বাড়ি ছাতকের গৌরীপুর গ্রামে। ছোট বেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি সে প্রচন্ড আগ্রহী হয়ে উঠে। সেই আগ্রহ দুঃখ কষ্টে কোনমতে এস, এস, সি পর্যন্ত গড়ায়। সে তার পরীক্ষার খরচটাও নিজে প্রাইভেট ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে যোগার করত। ২০০২ সালে এস, এস, সি পাস করার পর দরিদ্র পিতা মনে মনে স্থির করলেন সব কিছু বাঁধ দিয়ে হলেও সন্তানকে প্রয়োজনে নিজের ওক্ত বিক্রি করে হলেও পড়া লেখা করাবেন। এভাবেই চরম দারিদ্রতার সাথে যুদ্ধ করে নিজ মেধার সাফল্য দেখিয়ে ছাতক কলেজ থেকে এইচ, এস, সি পাস করে। তার এরই কৃতিত্ব পূর্ণ ফলাফল পরিবারে সবার মধ্যে নতুন এক আশার সঞ্চার করে। কিন্তু আমির পড়ে দুশ্চিন্তায়। কি ভাবে সে ভর্তি হবে? উচ্চতর ক্লাসে। কে দেবে এত টাকা? তারপর টিউশনির জমানো টাকা দিয়ে ভর্তি হয় মদন মোহন কলেজে। শুরু হয় অন্য জীবন। খেয়ে না খেয়ে চলে তার পড়ালেখা। গণিতে ভাল ছাত্র হওয়ায় সহপাঠীরা পড়তে আসত তার কাছে। এভাবে টাকা রোজগার করে নিজের থাকা খাওয়া ও কলেজের টিউশন ফি পরিশোধ করে বাড়িতেও মাঝে মধ্যে টাকা পাঠাত আমির আলী। কিন্তু হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানাগেল তার দু'টি কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে। আর সেই থেকে আমির শয্যাশয়ী। এ পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা তার চিকিৎসা বাবত খরচ হয়েছে। এই টাকা জোগাড় করতে আমির আলীর অসহায় পিতা আরশ আলী ও গর্ভধারণী মাতা গোলেতা বেগমকে সব সম্পত্তি বিক্রয় করতে হয়েছে। এখন তারা অন্যের জায়গায় অস্থায়ী অবস্থায় বেঁচে আছে তারা। চিকিৎসা করানোর পর কিছুটা সুস্থ হয়েছিল আমির। কিন্তু ইদানিং আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। অনেক দিন ঢাকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। ঔষধপত্র কেনার সামর্থ্য পুরিয়ে যাওয়ায় আবার ফিরে এসেছে বাড়িতে। এখন প্রতি সপ্তাহে ২ বার ডায়ালাসিস করতে হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন হয় ১০ হাজার টাকা। এক সপ্তাহে কোন রকম হাওলাদ করা হলেও অন্য সপ্তাহে আবারও থেমে যায়। এখন সে অনেক বিনা চিকিৎসায় রয়েছে। ফলে গত কয়েকদিন ধরে তার শারিরীক অবস্থায় আরও করুণ হয়ে পড়েছে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। চিকিৎসকদের মতে কিডনী প্রতিস্থাপন করে আমিরকে সম্পূর্ন সুস্থ করে তোলা সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। আমিরের অসুস্থ দিনমজুর বাবা অসহায়ের মত ছেলে সিওরে বসে শুধুই চোখের পানি ফেলছেন। এখন সংসারে প্রতিটি রাত কাটেতো দিন কাটে না। আমিরের চিকিৎসার টাকা কেউ যোগাতে না পারওলে এই সমাজে অনেক হৃদয়বান মানুষ রয়েছেন। যারা আমিরের মত অসহায় মানুষের মুখে হাঁসি ফুটাতে পারেন। আমির এখন তাকিয়ে আছে এসব হৃদয়বান মানুষের দিকে। একমাত্র তারাই বাঁচাতে পারেন আমরিকে। সেই বিশ্বারে উপর ভর করেই আমিরের পরিবার বড় আশা করে ব্যাংকে একটি একাউন্ট খোলেছেন। আমিরকে সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা- মোহাম্মদ আমির আলী, সঞ্চয়ী হিসাব নং- ০২০২২৮২২, ইসলামী ব্যাংক লিঃ, ছাতক শাখা।

আমিরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে ০১৬৭২০০০৬৩৪ নং নাম্বারে। আসুন আমরা সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেই। বাঁচিয়ে তুলি আমিরের মত সম্ভাবনাময় একটি প্রাণকে। বিষ্চারিত জানার জন্য যোগাযোগ- মিন্টু দেশোয়া রা, ০১৭৩৩৯৫২২৩৩।

জগন্নাথপুর পৌর এলাকায় মায়ের হাতে শিশু খুন

সিলেট ব্যুরো ঃ জগন্নাথপুর পৌর এলাকায় মা সুপ্রিয়া দে এর দা র কুপে ৫মাসের শিশু পুত্র অমর দে খুন হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জগন্নাথপুর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের মন্দির বাড়িতে । এলাকাবাসী সূত্রে জানাযায়, মন্দির বাড়ীতে বসবাসকারী টেইলার্স পরিমল দে এর স্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে মচ্চিস্ক বিকৃত অবস্থায় রয়েছেন। গত সোমবার বিকেল ৪টায় সুপ্রিয়া বটি দা দিয়ে তার ৫মাসের শিশু পুত্র অমরকে অপর্যপুরী আঘাত করে গুরুতর জখম করে। এ সময় বাড়ির অন্যান্য লোকজন পাষন্ড সুপ্রিয়ার কবল থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে জগন্নাথপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিশুটির অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় ঐ দিনই দ্রুত সিলেট ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটি মৃত্যের কোলে ঢলে পড়ে। পরদিন নিহত শিশুর লাশের ময়না তদন্ত শেষে সৎকাজ করা হয়। ঘটনার পর পর পাষন্ড সুপ্রিয়াকে বাড়ির লোকজন একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখেন। খবর পেয়ে জগন্নাথপুর থানার উপ-পরিদর্শক জাবেদ আলী একদল পুলিশ ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল ছুটে যান। পুলিশ জানায় আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি এবং শিশুর পিতা পরিমল দে এর কোন অভিযোগ না থাকায় কোন ব্যাবস্থা নেয়া হয়নি । পরিমল জানায় আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে পাগল অবস্থায় রয়েছেন।

BD LAW ASSOCIATES
www.bdlawassociates.co.uk
ইমিগ্রেশন, ন্যাশনালিটি, হিউম্যানরাইটস, এসাইলাম এন্ড ইইউ/ইইএ 'ল' স্পেশালিষ্ট

- UK (Entry Clearance & Extension) Visa application & Appeal
- Work Permit (Chef & Cook), HSMP, Post-study Work Application & Appeal
- Indefinite Leave to Remain (ILR), Settlement Application & Appeal.
- Long residency, Human rights Application & Appeal.
- Asylum, Legacy Application & appeal
- Detention Center & Airport Bail application
- Illegal & Overstayer Case
- Removal & Deportation Case
- Court & Home Office Representation
- Out of Time Visa Application & Appeal
- Administrative Review Appeal Naturalisation & Citizenship Application
- Bankruptcy

নিম্নের বিষয়গুলিতে স্পেশাল ডিসকাউন্টের ব্যসস্থা আছে
লিগেছি,ডিটেনশন বেইল এপ্লিকেশন এবং ফ্যেমিলী ভিজিট, সেটেলমেন্ট আপলি

- Sponsorship Declaration
- Changing of Name
- Power of Attorney
- Attestation of documents
- Translation of Documents
- Same day visa Extension from Home Office
- Income Tax Return (5 years) if you are International Student
- Work Permit License Application

• Nurul Islam MBE
PLL LL.B. LLM
Mob: 0790 342 7668

• Our Head of the Chamber:
Mohammad Ramjan Ali Khan
LL.B(CAL), LL.B(HONS), BVC(ICSL)
Immigration, Nationality, Human rights, Asylum & EU/EEA Law Specialists

• Our Contract Details:
Mobile: 0790 342 7668, Phone: 0207 377 5062
Fax: 0207 247 0442, E-mail: info@bdlawassociates.co.uk

• We are Hear to Help You;
57 Whitechapel Road (2nd Floor), Aldgate East, London, E1 1DU.
This law firm is registered and regulated by the OISC at highest level

wbd Start 39 cont